দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী স্বর্ণপদক বিজয়ী দম্পতি খান মঞ্জুর-ই-খোদা ও ইলোরা আমিন। বর্তমানে তারা কানাডা প্রবাসী। তাদের অবর্তমানে খান মঞ্জুর-ই-খোদার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ এফ এম খোদাদাদ খান গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণকরেন।

যারা স্বর্ণপদক পেলেন

যারা স্বর্ণপদক পেয়েছেন তাদের নাম দেয়া হলো –

ইব্রাহিম স্মারক স্বর্ণপদক (অনন্য সাধারণ গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ) ঃ অধ্যাপক এ, এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক কে,এম,এ মল্লিক, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, অধ্যাপক হারুন কে, এম ইউসুফ, অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক, ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক আবুল কালাম, অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদ, ডঃ মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া এবং ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান।

হরি প্রসন্ন রায় স্বর্ণপদক (বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মৌলিক অবদানের জন্য স্বর্ণপদক)ঃ ডঃ মোঃ ইলিয়াস মোল্লা, (জোহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ডঃ এ, কে, এম শাহজাহান কবীর (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।

সালেকুন্নেসা স্বর্ণপদক (সম্মান পরীক্ষায় সাবসিডিয়ারিসহ ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ ইলোরা আমীন, হাজেরা রহমান, কাজী শামীম সুলতানা, তাহসীনা শামসুন্নাহার, রেহানা বারী, নাজমা আহমেদ এবং নাজনীন আক্তার।

নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যা-বিনোদিনী স্বর্ণপদক (মাস্টার্স পরীক্ষায় (সম্মানসহ) সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক হিসেবে স্বর্ণপদক) ঃ খান মঞ্জুর-ই-খোদা, ইলোরা আমীন এবং মোহাম্মদ আল ফারুক খান।

নাজমুল করিম স্বর্ণপদক (ফাইনাল এমএসএস পরীক্ষায় সমাজ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জনকারীদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ সাদেকা হালিম, রাশেদা আক্তার, নাসিমা সুলতানা, কাওসার কিবরিয়া এবং জিনাত হুদা।

আবদুর রব চৌধুরী স্বর্ণপদক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ ডঃ মিসেস নুরুন নাহার, ডঃ মুনীর উদ্দীন আহমেদ এবং ডঃ রতন লাল চক্রবর্তী।

দিল নশীন খানম স্বর্ণপদক (বিএ (সম্মান) পরীক্ষায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ মোঃ শফিকুর রহমান।

মসউদ খান স্বর্ণপদক (এম এ ফাইনাল পরীক্ষায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ জাফরীন জাবীন চৌধুরী।

চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতায় (বাংলা ও ইংরেজী) শ্রেষ্ঠ বিবেচিতদের স্বর্ণপদক) ঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক খান, শামীম আরা হক, এ, আর, এম সাইফুদ্দিন একরাম, মোস্তফা আনোয়ার কাজমী, মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক এবং শুভ্রা রহমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার (সাহিত্য, সংস্কৃতি (সংগীত ও চারুকলা) ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার) ঃ ফারুক হোসেন, শামীমা পারভীন, মশিউর রহমান, আরজুমান্দ আরা বানু, বিরূপাক্ষ পাল, আবু হেনা এম আবদুল আওয়াল এবং শ্যামল চন্দ্র কর্মকার।

সুলতানা মোমোরিয়াল রৌপ্য পদক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা মহিলা এ্যাথলেট হিসেবে রৌপ্য পদক) ঃ ফরহাদ জেসমিন।

বদরুন্নেসা স্বর্ণপদক (তৃতীয় পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় কমিউনিটি মেডিসিনে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ জাকিয়া নুরউদ্দীন, চন্দ্র প্রকাশ চাতাউৎ, মোহাম্মদ আমীর ওয়াহেদ, শামীমা সুলতানা এবং এস, এম ইয়ার মাহবুব।

কেডিএই ল্যাবরেটরীজ স্বর্ণপদক (ফাইনালে পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে অবসটেট্রিকস গাইসকলজিতে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ জাকিয়া নুরউদ্দীন, মোঃ খালেদ মোহসীন, ফারহানা কাশেম, আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী এবং মোহাম্মদ আলাউদ্দীন।

বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ স্বর্ণপদক (ফাইনালে পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিনে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ চৌধুরী হাফিজুল হাসান ও মোঃ আফতাব হোসেন।

ব্রোন পোলেনক স্বর্ণপদক (ফাইনালে পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ তরফদার রুনা লায়লা, জাহিদ হোসেন এবং যুবায়ের আমীন।

অধ্যাপক এ ইউ আহমেদ স্বর্ণপদক (এমএ ফাইনাল পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হিসেবে স্বর্ণপদক) ঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন।

আবুল মনসুর আহমদ স্বর্ণপদক (বিএ (সম্মান) পরীক্ষায় বাংলা বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ায় স্বর্ণপদক) ঃ মোঃ আমিনুর রহমান।

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস স্বর্ণপদক (ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সার্জারীতে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তদের জন্য স্বর্ণপদক) ঃ জাকিয়া নুরউদ্দীন, মোঃ খালেদ মোহসীন, তরফদার রুনা লায়লা, মোঃ আবদাল মিঞা এবং গোলাম হায়দার রসুল।